দৈনিক সংবাদ

16 JAN 1989
তারিখ ... 4 ।

10

বিদ্যালয়টির মেরামতে সাহায্য করুন

আমার বি, বাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বিদ্যাকুট অমর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের দুর্দশাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রী। ১৯১৩ সনে এই বিদ্যালয় ভবনটি তৎকালীন হিন্দু জমিদার বাবু অমর চন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক পাকা ভবনে স্থাপিত হয়েছিল। এরপর এই বিদ্যালয়টি আর মেরামত করা হয়নি, ফলে বেশ কয়েক বছর পূর্বে থেকেই বিদ্যালয়টির ছাদ ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। প্রায় তিন বছর আগে পুরো ভবনটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। এলাকার সাহায্য তথা স্কুল তহবিলের নগদ অর্থের দ্বারা কাজ প্রায় অর্ধেক হয়েছে। বাকী অর্ধেক অসম্পূর্ণই থেকে যায়। বর্তমানে আর্থিক সমস্যার দরুন বিদ্যালয়টির মেরামত কাজ একদম স্থগিত। ভবনটির ছাদই উঠানো হয়নি। যার ফলে প্রধান শিক্ষকের কক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর কক্ষ সুনির্দিষ্ট স্থানে নেয়া যাচ্ছে না। এবং রোদবৃষ্টিতে ছাত্র ছাত্রীদের রীতিমত ক্লাস করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিদ্যালয়টি সৃষ্টির লগ্ন থেকেই একটি ঐতিহ্যবাহী আদর্শ বিদ্যালয় বলে পরিচিত। আদর্শ ম্যানেজিং কমিটি ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা বিদ্যালয়টি পরিচালিত। প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রীরা নিম্ন-মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক বৃত্তি পেয়ে আসছে অথচ সামান্য পরিমাণ অর্থের জন্য এতবড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির এখন বেহাল অবস্থা।

আমরা এই ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করছি।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে--মিস কোহিনুর সুলতানা, (স্কুল সম্পাদিকা) নবম শ্রেণী।

ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়টি মেরামত করা হউক

শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার সদরে অবস্থিত নড়িয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি আজও মেরামত করা হয়নি। গত নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যালয়ের টিনের ছাউনি মাটিতে পড়ে যায়। ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রৌদ্রের মধ্যে বসে ক্লাস করছে। ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়টি মেরামত করতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু স্কুলের তহবিলে যে অর্থ রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়টি মেরামত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দেলোয়ারা বেগম,
কদমতলা স্কুল রোড,
বাসাবো, ঢাকা-১৪